গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.shed.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.০৬.০২০.১৬.২৬৭ তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪২৭
১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

বিষয়: **গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বিভাগ হতে জারিকৃত সকল পরিপত্র, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এবং অন্যান্য পত্রের অনুলিপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তাকে প্রদান।**

সূত্র: (১) এ বিভাগের স্মারক নং৩৭.০০.০০০০.০৬৫.০০১.১১৫.১৮-১০৩, তারিখ: ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০
(২) এ বিভাগের স্মারক নং৩৭.০০.০০০০.০৬৫.০৬.০২০.১৬.১০৫, তারিখ: ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত নং ২.১০ (গ): এ বিভাগ হতে জারিকৃত সকল পরিপত্র, নীতিমালা, গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এবং অন্যান্য পত্রের একটি অনুলিপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে।

২। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁর দপ্তর/শাখা হতে জারিকৃত সকল পরিপত্র, নীতিমালা, প্রজ্ঞাপন, গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এবং অন্যান্য পত্রের অনুলিপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তাকে প্রদানের জন্য পুনরায় নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

৩। বিষয়টি অতি জরুরি।

১০-৯-২০২০

মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪৬৫৬৩
ইমেইল: sas_s4@moedu.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
২) অতিরিক্ত সচিব , প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৩) অতিরিক্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), উন্নয়ন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

৪) অতিরিক্ত সচিব, বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৫) অতিরিক্ত সচিব, কলেজ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৬) অতিরিক্ত সচিব , মাধ্যমিক-১ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৭) অতিরিক্ত সচিব, মাধ্যমিক-২ অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৮) অতিরিক্ত সচিব, নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৯) চেয়ারম্যান , বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
১০) ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এর দপ্তর, বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
১২) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর
১৩) মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
১৪) যুগ্মপ্রধান, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
১৫) প্রধান প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
১৬) চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
১৭) মহাপরিচালক (রুটিন দায়িত্ব), বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)
১৮) মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী
১৯) পরিচালক, পরিচালকের দপ্তর, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
২০) চেয়ারম্যান , মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
২১) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি অধিশাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
২২) সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড
২৩) সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট
২৪) উপসচিব/উপপ্রধান, সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান, গবেষণা কর্মকর্তা, সহকারী সচিব, লাইব্রেরিয়ান, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (সকল), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬৫.০৬.০২০.১৬.২৬৭/১(৪)

তারিখ: ২৬ ভাদ্র ১৪২৭ / ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

২) উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

৩) সচিব এর একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

৪) তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

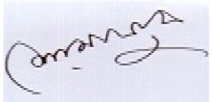

১০-৯-২০২০

মোহাম্মদ শের মাহবুব মুরাদ
সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd.

বিষয় : **সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি : ডা. দীপু মনি এম.পি.
মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

তারিখ : ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০

সময় : সকাল ১০.০০ টা

সভার স্থান : সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-১৮১৫), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ।

উপস্থিতির তালিকা : পরিশিষ্ট "ক"।

০২. সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুরোধক্রমে সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ গত ১০ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। পূর্ববর্তী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয় এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
২.১	**গুরুত্বপূর্ণ পেন্ডিং বিষয়সমূহ:** ক) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা-২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত: উপসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) জানান যে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক নীতিমালা-২০১৯ জারি করা হয়েছে। তবে দুটি কমিটি গঠন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কমিটি দুটি গঠিত হলে আগামী ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক দেয়া সম্ভব হবে। সভাপতি বলেন, কমিটি দ্রুত গঠন করে এ বছরই কার্যক্রম শুরু করতে হবে যাতে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে পদক প্রদান করা যায়।	ক) কমিটিসমূহ দ্রুত গঠন করতে হবে: ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদক প্রদান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ), মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট।
	খ) মহাপরিচালক, নায়েম জানান, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর খসড়া গবেষণা নীতিমালা (সংশোধিত) প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	খ) জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) এর খসড়া গবেষণা নীতিমালা (সংশোধিত) আগামী ১৫ মার্চ ২০২০ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	মহাপরিচালক, নায়েম।
২.২	**বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিউশন ফি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন:** সভাপতি বলেন, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা উপেক্ষা করে বেসরকারি স্কুল/কলেজসমূহ ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হতে অতিরিক্ত ফি আদায় করে থাকে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। তিনি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতি ক্লাসে সেশন ফি ও ভর্তি ফি দিয়ে প্রতি বছর নতুন করে ভর্তি করানোর যৌক্তিকতা রয়েছে কিনা তা সভার নিকট প্রশ্ন রাখেন। বিষয়টি অভিভাবকদের জন্য বড় আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে। সভার সদস্যগন মতামত দেন যে, প্রতি শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়ার পর শুধুমাত্র সেশন ফি নেয়া যেতে পারে তবে ভর্তি ফি এবং নতুন করে ভর্তি করানোর প্রয়োজন নেই। বিষয়টি নীতিমালায় সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) জানান, নীতিমালার খসড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সভাপতি নীতিমালাটি দ্রুত জারি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে তাগিদ প্রদান করেন।	(ক) আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারির মধ্যে টিউশন ফি সংক্রান্ত নীতিমালা দাখিল করতে হবে। (খ) খসড়া নীতিমালাটি নিয়ে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির সভাপতিসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে ওয়ার্কশপ/মতবিনিময় সভা আয়োজন করে যথাসম্ভব দ্রুত নীতিমালাটি জারি করতে হবে। (গ) প্রতি শ্রেণিতে নতুন করে ভর্তি এবং ভর্তি ফি আদায় বন্ধ করতে হবে। বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।"	অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২)।

২.৩	**কোচিং নীতিমালা ২০১২ রিভিউ করণ:** অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) জানান, সরকারি মাধ্যমিক অনুবিভাগ হতে কোচিং নীতিমালা ২০১২ এর সংশোধনীর খসড়া প্রস্তুত করে বেসরকারি মাধ্যমিক অনুবিভাগে ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	আগামী ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের মধ্যে কোচিং নীতিমালা, ২০১২ এর সংশোধনীর খসড়া উপস্থাপন করতে হবে এবং দ্রুত জারির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২)।
২.৪	**নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি এবং অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়কারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত:** অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২) জানান, ২০১৯ সালে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি এবং অতিরিক্ত ফি আদায়ে অভিযুক্ত ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ এখনো পাওয়া যায়নি। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, জানান, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তি কার্যক্রম মনিটরিং পূর্বক কোন অনিয়ম পাওয়া গেলে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্যসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ১৬টি টিম গঠন করা হয়েছে। এখনো রিপোর্ট পাওয়া যায়নি। গত বছর অতিরিক্ত ফি আদায়কারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ আদায় করে শিক্ষার্থীদের ফেরত দেয়া হয়েছিল।	ক) মনিটরিং টিমসমূহ আগামী ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বরাবর রিপোর্ট জমা দিবেন এবং মাউশি অধিদপ্তর পরবর্তী ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে গৃহীত কার্যক্রম এবং সুপারিশসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে পূর্নাঙ্গ রিপোর্ট প্রেরণ করবে। খ) ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গৃহীত অর্থ ফেরত নেয়ার পাশাপাশি অভিযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর। অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-২), মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড।
২.৫	**মামলা সংক্রান্ত:** সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ জানান, তিনি যোগদানের পরই এ বিভাগের মামলার ডাটাবেজই তৈরির প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। এ সংক্রান্ত কার্যক্রম অনেকদূর এগিয়েছে। তাঁর অনুরোধক্রমে উপসচিব (আইন) প্রস্তুতকৃত সফটওয়ার এর একটি Power point উপস্থাপন করেন। তিনি জানান, এ সাথে মামলার রায়/আদেশের কপিও সংযোজন করা হবে। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বলেন উপস্থাপিত তথ্যের সাথে মামলার এস.এফ-এর কপিও সংযুক্ত করতে হবে। সভাপতি সফটওয়ার তৈরির কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানান। অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা ও আইন) জানান, মামলা যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একটি আইনজীবী প্যানেল গঠন করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে খোঁজ নিয়ে যেখানে ভালো প্যানেল গঠন করা হয়েছে বা Best practice রয়েছে সেগুলো অনুসরণ করে এ বিভাগের আইনজীবী প্যানেল গঠনের অনুরোধ করেন। তিনি এ বিভাগের মামলা সংক্রান্ত একটি অ্যাপ তৈরির পরামর্শ দেন।	ক) এ বিভাগের মামলাসমূহের শ্রেণি অনুযায়ী (নিয়মিত, আপীল, রীট, কনটেম্প্ট ইত্যাদি) প্রদর্শন পূর্বক, এস.এফ ও রায়/আদেশসমূহসহ বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত সফটওয়্যার তৈরির কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে হবে। খ) মামলা যথাযথভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একটি দক্ষ ও উপযুক্ত আইনজীবী প্যানেল গঠন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা ও আইন)।
২.৬	**শিক্ষা আইন ২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত:** সভায় জানানো হয় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে শিক্ষা আইন ২০১৯ প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে নিয়োজিত পরামর্শক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের নিয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠানের দিন ধার্য রয়েছে।	শিক্ষা আইন চূড়ান্তকরণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা ও আইন)।
২.৭	**বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত:** সভাপতি বলেন, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরের ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা নেই এমন কর্মকর্তাদের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরে পাঠানো হয়। এরূপ Practice বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তিনি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরের জন্য উপযুক্ত কর্মকর্তা মনোনয়ন এবং সফর শেষে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার পরামর্শ প্রদান করেন। পাশাপাশি বিদেশ প্রশিক্ষন বা সফরের ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের তথ্যসম্বলিত একটি সফটওয়্যার তৈরি করা যেতে পারে। সভায় উপস্থিত কয়েকজন সদস্য উল্লেখ করেন, এ বিভাগের বিভিন্ন শাখা হতে বৈদেশিক	ক) বিদেশ প্রশিক্ষণ/সফরে কর্মকর্তা মনোনয়নের সংশ্লিষ্টতা বিবেচনা করতে হবে। খ) বৈদেশিক প্রশিক্ষণ শেষে ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কর্মকর্তাগণ রিপোর্ট প্রদান করবেন। প্রতি মাসে একজন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের উপর . একটি presentation দিবেন। (গ) বিদেশ প্রশিক্ষন এবং সফরের বিষয়ে	অতিরিক্ত সচিব (সকল), যুগ্মসচিব (সকল), যুগ্মপ্রধান, উপসচিব/উপপ্রধান (সকল) সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সহকারী সচিব (সকল)।

	প্রশিক্ষণ/সফরের আদেশ জারি করা হয়। বিষয়টি একটি নির্দিষ্ট শাখা হতে সম্পন্ন করা যেতে পারে।	কর্মকর্তাদের তথ্যসম্বলিত একটি ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে।	
২.৮	**অডিট আপত্তি নিস্পত্তি সংক্রান্ত:** অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা ও আইন) জানান এ বিভাগের ১৬,০৬৯টি অডিট আপত্তি বর্তমানে নিস্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। সভাপতি বলেন, অডিট আপত্তি দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষে একটি Crush programme নেয়া যেতে পারে। তিনি অডিট আপত্তির তথ্য সংক্রান্ত একটি সফ্টওয়্যার তৈরির পরামর্শ দেন। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ বলেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তির পাশাপাশি ডিআইএ এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের যে অডিট হয় তার আপত্তিসমূহও দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।	(ক) অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (খ) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পেন্ডিং অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব, নিরীক্ষা ও আইন অনুবিভাগ।
২.৯	**মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আলোচনা** মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর নিম্নোক্ত ৩টি বিষয় উত্থাপন করেন: (ক) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রায় ২০টি দিবসের র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করতে হয়। এ ছাড়া, একটি একাডেমিক বছরে সকল ছুটি বাদ দিলে স্কুলগুলোতে মাত্র ১৭৩ দিন শ্রেণি কার্যক্রম হয়ে থাকে। সভাপতি বলেন, বছরের অর্ধেক বা তারও বেশী সময় যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ থাকে তাহলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কি শিখবে। এর ফলে গুণগত শিক্ষা অর্জনও ব্যাহত হবে। তাছাড়া, শুধুমাত্র দর্শক সংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন র‍্যালি/ সমাবেশে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত দু:খজনক। বিভিন্ন দিবসের প্রতিপাদ্য তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত Audio visual (AV) ডকুমেন্ট তৈরি করে শিক্ষার্থীদের দিনের কোন একটি ক্লাসে অল্প সময়ের জন্য প্রদর্শন করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা তাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়টি গ্রহণ করতে পারবে, অপরদিকে এতে পাঠদানও ব্যাহত হবে না।	(ক) মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিষয়টি উপস্থাপনের লক্ষ্যে মহাপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তর অনতিবিলম্বে একটি পূর্নাঙ্গ প্রতিবেদন দিবেন।	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
	(খ) সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মিড ডে মিল বাবদ প্রতিমাসে ৭৫/- (পঁচাত্তর) টাকা নেয়া হয়। বর্তমান বাজার দরে শিক্ষার্থীদের একটি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার দেয়ার জন্য এ অর্থ অপ্রতুল। এ অর্থ বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	খ) বিষয়টি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক-১) এবং মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
	(গ) ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি কোর্স চালুর জন্য ১১৯৯ জন শিক্ষক নিয়োগ প্রদানের প্রয়োজন হবে। এ পর্যন্ত নিয়োগে দেওয়া হয়েছে মাত্র ৬৭৬ জন। ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট নিয়োগের জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে পত্র দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হয়েছে। তবে কিছু প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে না। কার্যক্রমটি শুরু করা এবং বিশেষ করে ২০২১ সাল থেকে সকল প্রতিষ্ঠানে কারিগরি কোর্স চালুর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগসহ পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর জানান, ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি কোর্স চালুর জন্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ ৮৬% সম্পন্ন হয়েছে। আগামী মার্চ ২০২০ এর মধ্যে ১০০% কাজ সম্পন্ন হবে।	(গ) ৬৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কারিগরি কোর্স চালুর বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা এবং আগামী শিক্ষাবর্ষে সকল প্রতিষ্ঠানে কারিগরি শিক্ষা চালুর লক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা ও আর্থিক সংশ্লেষ ইত্যাদিসহ সার্বিক পর্যালোচনার জন্য দ্রুত একটি পৃথক সভা আহ্বান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা)।
২.১০	**বিবিধ:** ক) **উচ্চতর গবেষণার জন্য পৃথক বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ:** সভাপতি বলেন, যদি কোন গবেষকের কোন পেপার বিদেশে উল্লেখযোগ্য কোন কনফারেন্সে উপস্থাপনের জন্য গৃহীত হয়ে থাকে কিংবা বিদেশের সাথে collaboration এ কোন গবেষণা বা গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়ে থাকে, তার জন্য	ক) গবেষণায় বরাদ্দের জন্য আলাদা কোড খোলার বিষয়ে অর্থ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এবং অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়।

	মন্ত্রণালয় থেকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। এর জন্য আলাদা বরাদ্দ দিতে হবে। বাজেটে গবেষণার জন্য আলাদা কোড খোলা প্রয়োজন।		
	(খ) সভাপতি বলেন ই-নথিতে প্রায়শই তদন্ত রিপোর্ট, অরগানোগ্রাম, কার্যবিবরণী ইত্যাদি সরাসরি উপস্থাপন করা হয়। যা ই-নথি থেকে পাঠ বা সংশোধন করা যায়না।	খ) তদন্ত রিপোর্ট, অরগানোগ্রাম, কার্যবিবরণী ইত্যাদি ই-নথিতে উপস্থাপনের পূর্বে হার্ডকপি দেখাতে হবে অথবা এসব বিষয় হার্ড নথিতে উপস্থাপন করতে হবে।	এ বিভাগের সকল কর্মকর্তা।
	গ) সভাপতি বলেন, এ বিভাগ হতে যে সকল পরিপত্র, নীতিমালা, গুরুত্বপূর্ণ আদেশ বা অন্যান্য পত্র জারি করা হয় তার একটি কপি জনসংযোগ কর্মকর্তাকে দেয়া প্রয়োজন যাতে প্রেস ব্রিফিং বা অন্য কোন ক্ষেত্রে তথ্য উপস্থাপনে কোন প্রকার গরমিল বা অসংগতি দেখা না দেয়।	গ) এ বিভাগ হতে জারিকৃত সকল পরিপত্র, নীতিমালা, গুরুত্বপূর্ণ আদেশ এবং অন্যান্য পত্রের একটি অনুলিপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তাকে প্রদান করতে হবে।	অনুবিভাগ প্রধান (সকল), শাখা প্রধান (সকল) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
	(ঘ) সভায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় গঠন নিয়ে আলোচনা হয়। অন্যান্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়সমূহও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের বিশ্ববিদ্যালয় উইং এর মাধ্যমে স্থাপন হওয়া প্রয়োজন মর্মে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	ঘ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সংক্রান্ত একটি পৃথক সভার আয়োজন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়)।

৩.০ সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২০/২/২০২০
ডা. দীপু মনি এম.পি.
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং-৩৭.০০.০০০০.০৬৫.০০১.১১৫.১৮-১০৩

তারিখ: ১১ ফাল্গুন ১৪২৬ / ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ, উন্নয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, মাধ্যমিক-১, মাধ্যমিক-২, নিরীক্ষা ও আইন), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৩. চেয়ারম্যান, বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)
৪. ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জাতীয় ইউনেস্কো কমিশন, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা
৫. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৭. মহাপরিচালক, ব্যানবেইস, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা
৮. যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯. মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা
১০. প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা
১১. চেয়ারম্যান, এন.সি.টি.বি., মতিঝিল, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা একাডেমি (নায়েম)
১৩. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৪. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল)...
১৫. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

১৬. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৭. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৮. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা
১৯. সদস্য সচিব, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট, পলাশী-নীলক্ষেত, ঢাকা।

28.2.2020
(মোঃ রাহেদ হোসেন)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪৬৫৬৩
ই-মেইল: sas_s4@moedu.gov.bd